দ্য স্টেট অফ কেরালা বনাম মহেশ (২০২১ সালের ফৌজদারি আপিল নং ৩৪৩) ১৯ মার্চ, ২০২১ [ইন্দিরা ব্যানার্জি এবং কৃষ্ণা মুরারি, জেবিচারপতি]

ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩: জামিন মঞ্জুরের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট কেন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছিল এবং প্রায় ৩০ বছর বয়সী এক মহিলা চিকিৎসকের নৃশংস ও মর্মান্তিক হত্যার জন্য অভিযুক্ত-অভিযুক্ত-উত্তরদাতার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে ঘটনাটি ভুক্তভোগীর বাবার উপস্থিতিতে ঘটেছিল-তাঁর জামিনের আবেদনটি দায়রা আদালত খারিজ করে দিয়েছিল-হাইকোর্টের কাছে জামিনের আবেদনটি অবশ্য দায়রা আদালত কর্তৃক জামিনের আবেদন খারিজ হওয়ার ২ দিনের মধ্যে অনুমোদিত হয়েছিল-রাজ্য জামিন মঞ্জুরের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করেছিল-অনুষ্ঠিতঃ বিতর্কিত আদেশে, হাইকোর্ট দায়রা আদালতের যুক্তিতে কোনও ত্রুটির বিজ্ঞাপন দেয়নি-ত্রিশূর সেশন কোর্টের যুক্তিতে হাইকোর্ট কোনও আলোচনা করেছিল কেন উচ্চ আদালত দায়রা আদালত কর্তৃক নেওয়া দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে উচ্চ আদালত কেন রায় দেয় এবং বিচারের ২ দিনের মধ্যে কোনও সুপারভেনিং ছিল কিনা তা নিয়ে কোনও আলোচনা করা হয়েছিল-দায়রা আদালতের আদেশের আগে হাইকোর্টের কাছে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল, এমনকি এর্নাকুলাম আদালতে বসবাসকারী বয়স্ক বন্দীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল, যা স্পষ্টভাবে মনে করা হয়েছিল যে, তার বাবা-মা এমনকি হত্যার সময়সীমার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে অবহেলিত ছিল না, এমনকি হত্যার ক্ষেত্রে পুলিশের কোনও সন্দেহভাজন সাক্ষীর প্রয়োজন ছিল না-ত্রিশূরের বেশিরভাগ সাক্ষীরা দায়রা আদালত কর্তৃক গৃহীত মতামতের সাথে আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে

'দ্য স্টেট অফ কেরালা বনাম মহেশ ৯৬৫

চার্জশিট দাখিল করা হয়েছিল-উপরন্তু, ঘটনার পর উত্তরদাতা-অভিযুক্ত 'এ' পলাতক ছিল-হাইকোর্টের জামিন মঞ্জুরের আদেশ ১০ টি বাতিল করার জন্য দায়বদ্ধ।

জামিনঃ জামিন মঞ্জুর এবং জামিন বাতিলের বিরুদ্ধে আপিল-জামিনের আদেশের সঠিকতা বিচার করার জন্য আপিলের এখতিয়ারের প্রয়োগ বি জামিন বাতিলের নীতি দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়।

আপিলের অনুমতি দিয়ে আদালত

HELD: ১. এটা ঠিক যে যদিও **Cr.P.C**-এর ৪৩৯ ধারার অধীনে জামিন মঞ্জুর করার ক্ষমতা বিবেচনামূলক, তবে এই ধরনের বিচক্ষণতা বিচক্ষণতার সাথে প্রয়োগ করতে হবে। জামিন মঞ্জুর বা প্রত্যাখ্যানের জন্য কোনও সোজা ® জ্যাকেট সূত্র নেই। অভিযোগের গুরুতরতা

জামিনের আবেদন বিবেচনা করার সময় নিঃসন্দেহে প্রাসঙ্গিক বিবেচনার মধ্যে একটি। জামিনের আবেদন বিবেচনা করে আদালতকে সমস্ত প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি বিবেচনা করতে হবে, যার মধ্যে রয়েছে

অপরাধের গুরুত্ব, প্রমাণ এবং উপাদান যা প্রাথমিকভাবে অভিযুক্ত অপরাধে জামিনের জন্য আবেদনকারীর জড়িত থাকার প্রমাণ দেয়, জামিনের জন্য আবেদনকারীর জড়িত থাকার পরিমাণ, অভিযুক্ত অপরাধে অভিযুক্ত আবেদনকারীর পলাতক হওয়ার সম্ভাবনা

অথবা অন্যথায় ন্যায়বিচারের পথকে পরাজিত বা বিলম্বিত করা, সাক্ষীদের হুমকি দেওয়া বা প্রভাবিত করা বা প্রমাণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার যুক্তিসঙ্গত আশঙ্কা এবং ® ভুক্তভোগী (যদি জীবিত থাকে), অভিযোগকারী, তাদের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব বা অন্যান্য সাক্ষীদের সুরক্ষার জন্য বিপদ। [অনুচ্ছেদ ১৬.২২] [৯৭৩-এ: ৯৭৭-ই-এইচ]

রাম গোবিন্দ উপাধ্যায় বনাম সুদর্শন সিং এবং অন্যান্য (২০০২) ৩ এস. সি. সি ৫৯৮: [২০০২] ২ এস. সি. আর ৫২৬; প্রশান্ত কুমার সরকার বনাম. আশীষ চ্যাটার্জি এবং আনর। (২০১০) ১৪ এস. সি ৪৯৬: [২০১০] ১২ এস. সি. আর ১১৬৫; মহীপাল বনাম রাজেশ কুমার

এবং এ. এন. আর. (২০২০) ২ এস. সি. সি ১১৮; সঞ্জয় চন্দ্র বনাম সেন্ট্রাল

ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (২০১২) ১ এস. সি. সি ৪০: [২০১১]

১৩ এস. সি. আর ৩০৯; সিদ্ধারাম সাতলিঙ্গপ্পা ক্ষেত্র বনাম রাজ্য

মহারাষ্ট্রের এবং অন্যান্য। (২০১১) ১ এস. সি. সি ৬৯৪: [২০১০] জি ১৫ এস. সি. আর ২০১-এর উপর নির্ভরশীল।

২. এই আদালত সাধারণত কোনও আদেশে হস্তক্ষেপ করে না

অনুচ্ছেদ এর অধীনে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করে জামিন মঞ্জুর বা প্রত্যাখ্

সংবিধানের ১৩৬। তবে, জামিন মঞ্জুর এবং/অথবা প্রত্যাখ্যান করার আদেশে হস্তক্ষেপ না করার অভ্যাসটি ব্যতিক্রমী নয়। মনের আবেদন ছাড়াই এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলিকে উপেক্ষা করে জামিন মঞ্জুর বা প্রত্যাখ্যান করার আদেশকে দাঁড়াতে দেওয়া যায় না। জামিনের আদেশের সঠিকতা বিচার করার জন্য আপিলের এখতিয়ার প্রয়োগ জামিন বাতিলের নীতি দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। [অনুচ্ছেদ ২৪,২৯] ৯৭৮-বি-ডি; ৯৭৯-ডি]

জগদীশ এবং অন্যান্য বনাম হরেন্দ্রজিৎ সিং (১৯৮৫) ৪ এস. সি. সি ৫০৮; পি. চিদাম্বরম ওয়াই. এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট ২০২০ (১৩) এস. সি. সি ৭৯১; দোলত রাম এবং অন্যান্য বনাম হরিয়ানা রাজ্য (১৯৯৫) ১ এস. সি. সি ৩৪৯; [১৯৯৪] ৬ সম্পূরক. এস. সি. আর ৬৯; প্রভাকর তিওয়ারি বনাম ইউ. পি রাজ্য এবং আন. আর. (২০২০) ১১ এস. সি. সি ৬৪৮-উল্লেখ করা হয়েছে।

৩. হাইকোর্ট জামিনের জন্য অভিযুক্ত আসামীর আবেদন প্রত্যাখ্যান করার আদেশে দায়রা আদালত কর্তৃক প্রদত্ত বিস্তারিত কারণগুলি বিবেচনা বা আলোচনা করেনি। "হাইকোর্টের অস্পষ্ট আদেশটি দায়রা আদালতের যুক্তির কারণে কোনও ত্রুটির বিজ্ঞাপন দেয় না। অথবা দায়রা আদালত কর্তৃক গৃহীত মতামতের থেকে হাইকোর্ট কেন আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছিল-দায়রা আদালতের আদেশের ১০/১২ দিনের মধ্যে কোনও তত্ত্বাবধানমূলক পরিস্থিতি ছিল কিনা, যা একটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজনীয়তা তৈরি করেছিল। অনুচ্ছেদ ৩৪] [৯৮৩-D-F]

৪. হাইকোর্ট স্পষ্টভাবে ভুল করেছে যে, অভিযুক্ত আসামী সাক্ষীদের প্রভাবিত করবে এই প্রসিকিউশনের আশঙ্কাকে প্রতিবাদী অভিযুক্তকে ওলুর> ওলিস স্টেশনের এখতিয়ারে প্রবেশ না করার নির্দেশ দিয়ে থামানো যায়নি। হাইকোর্ট এই সত্যটিকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করেছে যে

মৃত ভুক্তভোগী এর্নাকুলামে থাকতেন, তার বাবা-মা এবং তার পাঁচ বছরের মেয়ে এর্নাকুলামে থাকেন। অন্য কথায়, একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী হলেন এর্নাকুলামের বাসিন্দা। প্রসিকিউশন সাক্ষীদের বেশিরভাগই ত্রিশূর থেকে এসেছিলেন। মনে করার কোনও কারণ ছিল না যে সাক্ষীরা তাদের সীমাবদ্ধ করবে।

[অনুচ্ছেদ ৩৫] [৯৮৩-F-H]

৫। বিতর্কিত আদেশ থেকে আরও প্রতীয়মান হয় যে, অভিযুক্ত আসামীকে জামিন মঞ্জুর করে হাইকোর্ট নিয়েছিল।

এটি ওলুর পুলিশ স্টেশনের এখতিয়ারভুক্ত।

'দ্য স্টেট অফ কেরালা বনাম মহেশ

অন্য দুই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়নি এই বিষয়টির নোট। হাইকোর্ট এই সত্যটিকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করেছিল যে এই দুই অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম এফআইআরে উল্লেখ করা হয়নি। তদন্তের পরে তাদের বিরুদ্ধে অভিযুক্ত আসামীকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য ২১২ ধারার অধীনে অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছিল, যার জন্য অভিযুক্ত আসামীকে সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা যেতে পারে, অপরদিকে অভিযুক্ত অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইপিসির ৩০২ ধারার অধীনে হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে, যার জন্য ন্যূনতম যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে। [অনুচ্ছেদ ৩৬] [১৯৮৪-A-C]

৬. কোনও সন্দেহ নেই যে কোভিড-১৯ মহামারীর প্রাদুর্ভাব এবং এর বিস্তার জনসাধারণের উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, ২০২০ সালের সুও মোটু রিট পিটিশন (দেওয়ানি) নং ১-এ পুনর্বারঃ কারাগারে কোভিড-১৯ ভাইরাসের সংক্রমণ, এই আদালত জনাকীর্ণ সংশোধনাগারে বন্দীদের মধ্যে কোভিড-১৯ ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং সেই অনুযায়ী সময়ে সময়ে নির্দেশ জারি করেছে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এই আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে, যাতে সংশোধনাগারে বন্দীদের মধ্যে কোভিড ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি হ্রাস করা যায়।

এই আদালত আরও নির্দেশ দিয়েছে যে, জেলগুলিতে অতিরিক্ত ভিড় রোধ করতে, মহামারী চলাকালীন অন্তর্বর্তীকালীন জামিন বা প্যারোলে থাকা কিছু বন্দীকে মুক্তি দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির দ্বারা একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করা হোক। মনে হয় যে, হাইকোর্ট সময়ে সময়ে এই আদালতের জারি করা নির্দেশের উদ্দেশ্য, পরিধি এবং পরিধি সম্পূর্ণরূপে ভুলভাবে উপলব্ধি করেছেঃ কারাগারে কোভিড-১৯ ভাইরাসের সংক্রমণ। এই আদালত অপরাধের তীব্রতা নির্বিশেষে সমস্ত বিচারাধীন বন্দীদের মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দেয়নি।

রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে কোন শ্রেণীর বন্দীদের প্যারোলে বা অন্তর্বর্তীকালীন জামিনে মুক্তি দেওয়া যেতে পারে এমন সময়ের জন্য যা উপযুক্ত বলে মনে করা যেতে পারে। এই আদালতের আদেশগুলিকে কোনও নির্দেশ বা এমনকি পর্যবেক্ষণ হিসাবে বিবেচনা করা হবে না, যাতে হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত বিচারাধীন বন্দীদের মুক্তি প্রয়োজন হয় এবং তাও তদন্ত শেষ হয়ে চার্জশিট দাখিলের আগেই। অভিযুক্ত অভিযুক্তের বিরুদ্ধে একজন প্রত্যক্ষদর্শীর উপস্থিতিতে হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছিল এবং চার্জশিট দাখিলের আগেই জামিন মঞ্জুর করার বিতর্কিত আদেশ দায়ের করা হয়েছিল।

চার্জশিটটি ০১.০১.২০২১-এ দাখিল করা হয়েছে বলে মনে হয়। তাছাড়া, ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত আসামী পলাতক ছিল। [অনুচ্ছেদ ৩৭,৩৮] [৯৮৪-সি-এইচ; ৯৮৫-এ-বি]

কেস আইন রেফারেন্স

[২০০২] ২ এস. সি. আর. ৫২৬ অনুচ্ছেদ ১৬-এর উপর নির্ভর করেছিল [২০১০] ১২ এস. সি. আর. ১১৬৫ অনুচ্ছেদ ১৭ (২০২০) ২ এস. সি. সি ১১৮-এর উপর নির্ভর করেছিল, অনুচ্ছেদ ১৮ [২০১১] ১৩ এস. সি. আর. ৩০৯ অনুচ্ছেদ ১৯ [২০১০] ১৫-এর উপর নির্ভর করেছিল। এস. সি. আর. ২০১ অনুচ্ছেদ ১৯ (১৯৮৫) ৪ এস. সি. সি. ৫০৮-এর উপর নির্ভর করেছিল যা অনুচ্ছেদ ২৪ (২০২০) ১৩ এস. সি. সি. ৭৯১ অনুচ্ছেদ ২৬ [১৯৯৪] ৬ সম্পূরক হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এস. সি. আর. ৬৯ অনুচ্ছেদ ২৭ (২০২০) ১১ এস. সি. সি. ৬৪৮ অনুচ্ছেদ ৩০

ক্রিমিনাল আপিল বিচারঃ ২০২১ সালের ফৌজদারি আপিল নং ৩৪৩

এবং ২০২১ সালের ইন্টারলোক্যুটরি অ্যাপ্লিকেশন নম্বর ২৪৬৫৯ এবং ৪১৪১২

২০২০ সালের ৮৮২১ নং জামিনের আবেদনে এর্নাকুলামে কেরালা হাইকোর্টের ২১.১২.২০২০ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে।

নিশে রাজন শঙ্কার, আপিলকারীর পক্ষে উকিল।

রাঘেনথ বসন্ত, মিসেস রসনা কালকাট, মিসেস লিজ ম্যাথিউ, জাইমন অ্যান্ড্রুজ, পিয়ো হ্যারল্ড জাইমন, সন্দীপ ঠাকুর, নরেশ কুমার, আইনজীবীরা।

আদালতের রায়টি দ্বারা প্রদান করা হয়েছিল

ইন্দিরা ব্যানার্জি, বিচারপতি

অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

২. কেরালা রাজ্য কর্তৃক দায়ের করা এই আপিলটি ২১ * ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে কেরালা হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত একটি আদেশের বিরুদ্ধে,

প্রায় ৩০ বছর বয়সী এক মহিলা চিকিৎসকের জঘন্য ও মর্মান্তিক হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত উত্তরদাতাকে জামিন।

'দ্য স্টেট অফ কেরালা বনাম মহেশ (ইন্দিরা ব্যানার্জি, বিচারপতি)

প্রসিকিউশনের মামলাটি হল যে, ২০২০ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর বেলা ৩টা ৩০ মিনিটের দিকে, অভিযুক্ত আসামী কুট্টানেল্লুরে ভুক্তভোগীর দ্বারা পরিচালিত একটি মাল্টিস্পেশালিটি ডেন্টাল ক্লিনিকের ভিতরে একটি ছুরি দিয়ে ভুক্তভোগীকে ছুরিকাঘাত করে। ভুক্তভোগী ২০২০ সালের ৪ঠা অক্টোবর জুবিলি মিশন হাসপাতালে তার আঘাতের কারণে মারা যান।

৪. প্রসিকিউশনের মামলা অনুসারে, ভুক্তভোগী তার পূর্ববর্তী স্বামীর সাথে বিবাহবিচ্ছেদের পরে অভিযুক্ত আসামীর সাথে দেখা করেছিলেন। ভুক্তভোগী এবং অভিযুক্ত অভিযুক্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে এবং ২০১৮ সাল থেকে একসাথে থাকতে শুরু করে। ভুক্তভোগী গর্ভবতী হয়ে পড়েছিল, কিন্তু অভিযুক্ত আসামী তাকে হুমকি দিয়ে গর্ভপাত করাতে বাধ্য করেছিল।

৫। প্রসিকিউশনের মামলা অনুসারে, মৃত ভুক্তভোগী তার বাবার আর্থিক সহায়তায় মাল্টিস্পেশালিটি ডেন্টাল ক্লিনিক শুরু করেছিলেন। অভিযুক্ত ব্যক্তি ক্লিনিক থেকে অর্থের অপব্যবহার করেছিলেন এবং ভুক্তভোগীকে শারীরিক ও মানসিকভাবে হয়রানিও করেছিলেন। এই পরিস্থিতিতে, ভুক্তভোগী আসামীর থেকে আলাদা হতে এবং নিজের বাড়িতে থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন। যেহেতু অভিযুক্ত আসামী ভুক্তভোগীকে হুমকি দিতে থাকে, ভুক্তভোগী তার বাবার সাথে ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২০-এ ত্রিশূরের সিটি পুলিশ কমিশনারে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন।

৬। ভুক্তভোগীকে নিষ্পত্তি করার জন্য ওলুর থানায় ডাকা হয়েছিল এবং তারপরে ২০২০ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর বিকেল ৩টা ৩০ মিনিটে তার ডেন্টাল ক্লিনিকে ডাকা হয়েছিল। অভিযুক্ত অভিযুক্ত ডেন্টাল ক্লিনিকে তার বাবার উপস্থিতিতে ভুক্তভোগীর পেটের ডান দিকে ছুরি দিয়ে ছুরিকাঘাত করে।

২০২০ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর ত্রিশূরের ওলুর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির (আইপিসি) ৩৪১,৩২৪ এবং ৩০৭ ধারার অধীনে একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল, যার অনুসরণে ওলুর পুলিশ স্টেশনের অপরাধ নং. ৮. দায়রা আদালতে অভিযুক্ত আসামীর দায়ের করা জামিনের আবেদনটি নিম্নলিখিত ফলাফল সহ ৯ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখের একটি আদেশ দ্বারা খারিজ করা হয়েছিলঃ-

"১২. শীর্ষ আদালত কর্তৃক নির্ধারিত মীমাংসিত অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে, জামিনের আবেদন বিবেচনা করার সময়, আদালত

কে যত্ন ও সতর্কতার সাথে বিচক্ষণতার সাথে বিচক্ষণতা প্রয়োগ করতে হবে, যদিও এই পর্যায়ে মামলার যোগ্যতাকে স্পর্শ করে প্রমাণের বিশদ পরীক্ষা এবং বিস্তারিত যুক্তির প্রয়োজন নেই। তবে কেন জামিন মঞ্জুর করা হয়নি তার প্রাথমিক উপসংহারের কারণগুলি আদেশে নির্দেশ করার প্রয়োজন রয়েছে। শুধুমাত্র অভিযোগের সমর্থনে আদালতের প্রাথমিক সন্তুষ্টিই আবেদনকারীর জামিনের আদেশ পাওয়ার অধিকারী কিনা সে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য যথেষ্ট।

কেস ডায়েরি থেকে প্রকাশিত নথি থেকে দেখা যায় যে আবেদনকারী একটি ছুরি নিয়ে ক্লিনিকে পৌঁছেছিলেন এবং আলোচনার পরিসমাপ্তির পরে তিনি মৃত ব্যক্তিকে আক্রমণ করেছিলেন এবং খুব গুরুতর ছুরিকাঘাত করেছিলেন এবং তার অভ্যন্তরীণ গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলিকে ক্ষতিগ্রস্থ করেছিলেন। অপরাধ করার পরে, আবেদনকারী পালিয়ে গিয়েছিলেন এবং পুঙ্কুনাম-এ আবেদনকারীর আগমনের বিষয়ে তদন্তকারী সংস্থার গোপন তথ্য পাওয়ার পরে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। অপরাধ করার পরে, আবেদনকারী তার গাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন এবং নিজেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন এবং তার ভাই, কর্মী এবং এক বন্ধুর সহায়তায় পুলিশের আশেপাশের এলাকা থেকে নিজেকে দূরে রেখেছিলেন।

আদালতে হাজির হওয়া থেকে আবেদনকারীর পলাতক হওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে পুলিশ যে আপত্তি তুলেছে তার মধ্যে যোগ্যতা রয়েছে।

প্রসিকিউশন কর্তৃক উত্থাপিত পরবর্তী আপত্তিটি হল যে যেহেতু মৃত ব্যক্তি এর্নাকুলামের বাসিন্দা এবং প্রসিকিউশনের সমস্ত সাক্ষী ত্রিশূরের বাসিন্দা, তাই আবেদনকারীর প্রসিকিউশন সাক্ষীদের উপর প্রভাব ফেলার সম্ভাবনা রয়েছে। মুক্তি প্রত্যাখ্যান করার জন্য এটি @বৈধ ভিত্তি। ভুক্তভোগীর পেটে একাধিক ছুরিকাঘাতের আঘাত করার ক্ষেত্রে আবেদনকারীর দ্বারা সংঘটিত অপরাধের বর্বরতাও বিবেচনায় নিতে হবে। তদন্ত সংস্থা অপরাধে আবেদনকারীকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য পর্যাপ্ত প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারে।

সম্পূর্ণ তথ্য ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে দেখা যায় যে, এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি রয়েছে যে, আবেদনকারীকে জামিন মঞ্জুর করা অভিযোগের সমর্থনে প্রমাণ পেশ করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপক্ষকে বিরূপভাবে প্রভাবিত করবে এবং তাই আবেদনকারীকে মুক্তির আদেশ পাওয়ার অধিকারী বলে মনে করা হয় না।

'দ্য স্টেট অফ কেরালা বনাম মহেশ [ইন্দিরা ব্যানার্জি, বিচারপতি)

৯.২০২০ সালের ১৪ই ডিসেম্বর, প্রত্যর্থী অভিযুক্ত উচ্চ আদালতে **CrP.C**-এর ৪৩৯ ধারার অধীনে ২০২০ সালের **B. A. No.**৮৮২১ হিসাবে জামিনের আবেদন দায়ের করেন। জামিনের আবেদনের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন পাবলিক প্রসিকিউটর যিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে, মুক্তি পেলে, প্রত্যর্থী অভিযুক্ত 'সাক্ষীদের প্রভাবিত করবে যাদের মধ্যে অনেকেই তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, বন্ধু এবং পরিচিত ছিল।

১০. হাইকোর্ট অবশ্য এই আবেদনে অভিযুক্ত অভিযুক্ত অভিযুক্তকে জামিন মঞ্জুর করেছে, পাবলিক প্রসিকিউটরের বিরোধিতা সত্ত্বেও, রেকর্ডে থাকা উপকরণগুলিকে উপেক্ষা করে, যা প্রাথমিকভাবে ইঙ্গিত দেয় যে উত্তরদাতা এক যুবতী মহিলা ডাক্তারকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিলেন, একটি তিক্ত সম্পর্কের ফল হিসাবে। বিতর্কিত আদেশের প্রাসঙ্গিক অংশটি এখানে নীচে দেওয়া হয়েছেঃ-

"৭. উভয় পক্ষের কথা শোনার পর, আমি মনে করি এই জামিনের আবেদনটি কঠোর শর্তে মঞ্জুর করা যেতে পারে। এটা সত্য যে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি অত্যন্ত গুরুতর এবং প্রসিকিউশন যে ঘটনাটি এখন সামনে রেখেছে তা এতটাই জঘন্য যে আবেদনকারী ৬.১০.২০২০ থেকে হেফাজতে রয়েছেন। পাবলিক প্রসিকিউটর আরও বলেন যে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। তবে এটি বিবেচনা করার বিষয় যে আবেদনকারী ৬.১০.২০২০ থেকে হেফাজতে রয়েছেন। এই মামলার ঘটনা এবং পরিস্থিতিতে আবেদনকারীকে অনির্দিষ্টকালের জন্য কারারুদ্ধ করার প্রয়োজন নাও হতে পারে। তবে প্রসিকিউশনের আশঙ্কাও দেখা দিতে হবে।

এই পরিস্থিতিতে, আবেদনকারীকে এই মামলার তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওলুর পুলিশ স্টেশনের এখতিয়ারের সীমার মধ্যে প্রবেশ না করার নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে।

১১. উপরে বর্ণিত, ঘটনাটি ভুক্তভোগীর বাবার উপস্থিতিতে ঘটেছিল, যিনি এই ঘটনার একজন প্রত্যক্ষদর্শী। দুর্ভাগ্যজনক বাবা ২০২১ সালের ৪১৪১২ নম্বর ইন্টারলোক্যুটরি অ্যাপ্লিকেশন হিসাবে হস্তক্ষেপের জন্য একটি আবেদন দায়ের করেছেন এবং অভিযুক্ত আদেশের বিরুদ্ধে আপিলকে সমর্থন করেছেন।

১২। উক্ত আবেদনে, হস্তক্ষেপের জন্য ২০২১ সালের আই. এল. এ **No.**৪১৪১২ হওয়ার কারণে, দুর্ভাগ্যজনক বাবা যুক্তি দেখিয়েছেন যে অভিযুক্ত অভিযুক্ত ছুরি নিয়ে ডেন্টাল ক্লিনিকে এসেছিল, যা স্পষ্টভাবে দেখায় যে তার শিকারকে হত্যা করার একটি পূর্বপরিকল্পিত চক্রান্ত ছিল। যে পদ্ধতিতে অভিযুক্ত অভিযুক্ত ভুক্তভোগীকে তার পেটে ছুরিকাঘাত করে এবং তাকে আঘাত করে, যা ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে, তা স্পষ্টভাবে মৃত্যু ঘটানোর অভিপ্রায় দেখায়। তিনি আরও বলেছেন যে

ডাক্তাররা এটা চিকিৎসাগত অলৌকিক ঘটনা যে ভুক্তভোগী চার থেকে পাঁচ দিন বেঁচে ছিলেন, যদিও তিনি পুরো কোমায় ছিলেন।

১৩. হাইকোর্টের বিতর্কিত আদেশকে আক্রমণ করে, আই. এল. এ-তে আবেদনকারী হিসাবে ভুক্তভোগীর বাবার পক্ষে উপস্থিত আইনজীবী দ্বারা সমর্থিত আপিলকারীর পক্ষে উপস্থিত আইনজীবী। ২০২১ সালের ৪১৪১২ নং এই বিশেষ ছুটি পিটিশনে যুক্তি দিয়েছেন যে অভিযুক্ত অভিযুক্ত তার বাবার উপস্থিতিতে একটি যুবতী মহিলার নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে, যিনি এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। হাইকোর্টের কেবল সেই ভিত্তিতেই জামিনের আবেদন প্রত্যাখ্যান করা উচিত ছিল। অপরাধের গুরুতরতা সত্ত্বেও, অভিযুক্ত অভিযুক্তকে জামিন মঞ্জুর করার বিতর্কিত আদেশটি কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই, অভিযুক্তকে জামিন মঞ্জুর করার যৌক্তিকতা প্রমাণ করে।

উচ্চ আদালত অভিযুক্ত আসামীকে জামিনের নির্দেশ দেওয়ার আদেশে দায়রা আদালত কর্তৃক প্রদত্ত কারণগুলি বিবেচনা বা বিস্তারিত করেনি। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত অভিযুক্ত অভিযুক্তকে উল্লুর পুলিশ স্টেশনের এখতিয়ারের সীমার মধ্যে প্রবেশ করতে বাধা দেওয়া, অভিযুক্ত আসামীকে সাক্ষীদের প্রভাবিত বা হুমকি দেওয়া থেকে বিরত করবে না।

১৪. প্রত্যর্থী অভিযুক্ত মিসেস লিজ ম্যাথিউ, উকিলের মাধ্যমে আদালতে হাজির হয়েছেন এবং স্পেশাল লিভ পিটিশনে পাল্টা হলফনামা দাখিল করেছেন। উল্লেখযোগ্যভাবে, প্রত্যর্থী ঘটনাটি স্বীকার করেছেন কিন্তু বলেছেন যে "আলোচনার সময়, মৃত ব্যক্তির বাবা-মা এবং মৃত ভুক্তভোগীর সাথে থাকা প্রকৃত অভিযোগকারীর মধ্যে মৌখিক ঝগড়া হয়েছিল। একটি হাতাহাতি হয়েছিল এবং দুর্ভাগ্যবশত মৃত ভুক্তভোগী আহত হয়েছিলেন। উত্তরদাতার কোনও অপরাধ করার কোনও উদ্দেশ্য বা প্রস্তুতি ছিল না।"

১৫. অভিযুক্ত আসামীর পক্ষ থেকে যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে, হাইকোর্টের বিতর্কিত আদেশ যুক্তিসঙ্গত। হাইকোর্ট জানতে পেরেছে যে, অভিযুক্ত আসামী ২০২০ সালের ৬ * অক্টোবর থেকে হেফাজতে ছিল। অভিযুক্ত আসামীকে অনির্দিষ্টকালের জন্য কারারুদ্ধ করার প্রয়োজন পড়েনি। আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত কৌঁসুলি বলেছিলেন যে জামিনের আবেদনটি কঠোর শর্তে অনুমোদিত হয়েছে। অভিযুক্ত আসামীকে ওলুর পুলিশ স্টেশনের এখতিয়ারের সীমার মধ্যে প্রবেশ করতে বাধা দেওয়ার বিতর্কিত আদেশ দ্বারা আরোপিত শর্তগুলির উপর কৌঁসুলি জোর দিয়েছিলেন, যাতে মামলার প্রধান সাক্ষীদের ট্রায়াল কোর্ট দ্বারা পরীক্ষা করা হয়।

তিনি আরও জোরালোভাবে যুক্তি দিয়েছিলেন যে একবার মঞ্জুর হওয়া জামিন বিবেচনা না করে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে বাতিল করা উচিত নয়, এমন কোনও তত্ত্বাবধায়ক পরিস্থিতি রয়েছে কিনা যা জামিনকে আর সুষ্ঠু বিচারের পক্ষে অনুকূল করে তুলবে না।

'দ্য স্টেট অফ কেরালা বনাম মহেশ [ইন্দিরা ব্যানার্জি, বিচারপতি)

১৬। এটা ঠিক যে যদিও ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৩৯ ধারার অধীনে জামিন মঞ্জুর করার ক্ষমতা বিবেচনার ভিত্তিতে রয়েছে, তবে এই আদালত রাম গোবিন্দ উপাধ্যায় x. সুদর্শন সিং এবং Ors.reported in (২০০২) ৩ SCC ৫৯৮-এর মতো বিচক্ষণতার সাথে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আদালতের পক্ষে কথা বলতে গিয়ে, বিচারপতি উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেনঃ-

৩. জামিন মঞ্জুর যদিও একটি বিবেচনার আদেশ-তবে, অবশ্যই একটি বিষয় হিসাবে নয়, একটি বিচক্ষণ পদ্ধতিতে এই ধরনের বিবেচনার প্রয়োগের আহ্বান জানানো হয়। কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই জামিনের আদেশ বজায় রাখা যায় না। তবে, রেকর্ড করার প্রয়োজন নেই যে, জামিন মঞ্জুর আদালত কর্তৃক পরিচালিত বিষয়টির প্রাসঙ্গিক তথ্যের উপর নির্ভরশীল এবং তবে, ঘটনাগুলি সর্বদা মামলা অনুসারে পরিবর্তিত হয়।

যদিও সমাজে অভিযুক্তদের নিয়োগ বিবেচনা করা যেতে পারে, তবে এটি নিজেই জামিন মঞ্জুরের ক্ষেত্রে একটি পথনির্দেশক কারণ হতে পারে না এবং এটি জামিন মঞ্জুরের নিশ্চয়তা প্রদানকারী অন্যান্য পরিস্থিতির সাথে যুক্ত হওয়া উচিত এবং সর্বদা হওয়া উচিত। অপরাধের প্রকৃতি জামিন মঞ্জুরের জন্য মৌলিক বিবেচনার মধ্যে একটি-আরও জঘন্য অপরাধ, জামিন প্রত্যাখ্যানের সম্ভাবনা তত বেশি, তবে, বিষয়টির বাস্তব ম্যাট্রিক্সের উপর নির্ভর করে।

৪. উপরোক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও, প্রাসঙ্গিক বিবেচনা হিসাবে বিবেচিত হতে পারে এমন কিছু অন্যান্য বিষয়ও এই মুহূর্তে লক্ষ্য করা যেতে পারে, যদিও, সেগুলি কেবল দৃষ্টান্তমূলক এবং সম্পূর্ণ নয়, কোনওটিই হতে পারে না। বিবেচনার বিষয়গুলি হলঃ

(ক) জামিন মঞ্জুর করার সময় আদালতকে কেবল অভিযোগের প্রকৃতিই নয়, শাস্তির তীব্রতার কথাও মনে রাখতে হবে, যদি অভিযোগটিতে দোষী সাব্যস্ত হওয়া এবং অভিযোগের সমর্থনে প্রমাণের প্রকৃতি অন্তর্ভুক্ত থাকে।

(খ) সাক্ষীদের সাথে কারচুপি হওয়ার যুক্তিসঙ্গত আশঙ্কা বা অভিযোগকারীর জন্য হুমকি হওয়ার আশঙ্কাও জামিন মঞ্জুরের ক্ষেত্রে আদালতের সাথে বিবেচনা করা উচিত।

(c) যদিও অভিযুক্তের অপরাধকে যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে স্থাপন করার জন্য সম্পূর্ণ প্রমাণ থাকবে বলে আশা করা হয় না, তবে অভিযোগের সমর্থনে আদালতের সর্বদা প্রাথমিক সন্তুষ্টি থাকা উচিত।

(d) প্রসিকিউশনে তুচ্ছতা সর্বদা বিবেচনা করা উচিত এবং জামিন মঞ্জুরের ক্ষেত্রে এটি কেবল সত্যতার উপাদান যা বিবেচনা করতে হবে এবং প্রসিকিউশনের সত্যতা সম্পর্কে কিছু সন্দেহ থাকলে, স্বাভাবিক ঘটনাক্রমে, অভিযুক্ত জামিনের আদেশের অধিকারী।

১৭. প্রশান্ত কুমার সরকার বনাম. আশীষ চ্যাটার্জি এবং আনার।

রিপোর্ট করা হয়েছে (২০১০) ১৪ এস. সি. সি ৪৯৬, ডি. কে. জৈন, বিচারপতি, এই আদালতের দুই বিচারপতির বেঞ্চের পক্ষে কথা বলতে গিয়ে অভিযুক্তকে জামিন দেওয়ার আদেশের সঠিকতা পরীক্ষা করার জন্য নীতি নির্ধারণ করেছেন। এই আদালত রায় দিয়েছেঃ-

৯. এটা খুবই সাধারণ যে, এই আদালত সাধারণত অভিযুক্তদের জামিন মঞ্জুর বা প্রত্যাখ্যান করার জন্য হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত [আশীষ চ্যাটার্জি বনাম ডব্লিউ. বি. রাজ্য, ২০১০ সালের সি. আর. এম. নং ২৭২, তারিখের [আই. ডি. ১> (ক্যাল)] আদেশে হস্তক্ষেপ করে না। তবে, এই বিষয়ে এই আদালতের অনেক সিদ্ধান্তে বর্ণিত মৌলিক নীতিগুলি বিচক্ষণতার সাথে, সতর্কতার সাথে এবং কঠোরভাবে মেনে চলার জন্য হাইকোর্টের উপর সমানভাবে দায়বদ্ধ। এটি সুপ্রতিষ্ঠিত যে, অন্যান্য পরিস্থিতির মধ্যে, জামিনের আবেদন বিবেচনা করার সময় মনে রাখা কারণগুলি হ 'লঃ

(i) কোনও প্রাথমিক বা যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি আছে কিনা ১০ বিশ্বাস করে যে অভিযুক্ত অপরাধটি করেছে;

(ii) অভিযোগের প্রকৃতি এবং গুরুত্ব; **(ii)** দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে শাস্তির তীব্রতা;

(iv) জামিনে মুক্তি পেলে অভিযুক্তের পালিয়ে যাওয়া বা পালানোর ঝুঁকি

(v) চরিত্র, আচরণ, অর্থ, অবস্থান এবং অভিযুক্তের অবস্থান;

(vi) অপরাধের পুনরাবৃত্তি হওয়ার সম্ভাবনা;

(vii) সাক্ষীদের প্রভাবিত হওয়ার যুক্তিসঙ্গত আশঙ্কা; এবং

(viti) বিপদ, অবশ্যই, জামিন মঞ্জুরের মাধ্যমে ন্যায়বিচার ব্যর্থ হওয়ার।

'দ্য স্টেট অফ কেরালা বনাম মহেশ [ইন্দিরা ব্যানার্জি, বিচারপতি)

১০. এটা স্পষ্ট যে, হাইকোর্ট যদি এই প্রাসঙ্গিক বিবেচনার বিষয়ে বিজ্ঞাপন না দেয় এবং যান্ত্রিকভাবে জামিন মঞ্জুর করে, তবে উক্ত আদেশটি মনের প্রয়োগ না করার কুফল থেকে ভুগবে, যা এটিকে অবৈধ বলে মনে করবে।

১৮. মহিপাল বনাম রাজেশ কুমার এবং আনার (২০২০) ২ এস. সি. সি ১১৮-এ রিপোর্ট করা হয়েছে, এই আদালত রায় দিয়েছেঃ-

"১৪. একজন অভিযুক্তের জামিনে মুক্তি পাওয়ার বিধানটি কোনও ব্যক্তির স্বাধীনতাকে স্পর্শ করে। এই কারণেই এই আদালত সাধারণত হাইকোর্টের জামিন মঞ্জুরের আদেশে হস্তক্ষেপ করে না। তবে, হাইকোর্টের জামিন মঞ্জুর করার বিচক্ষণতা যথাযথভাবে প্রয়োগ না করে বা এই আদালতের নির্দেশ লঙ্ঘন না করে প্রয়োগ করা হয়েছে, জামিন মঞ্জুর করার এই ধরনের আদেশ বাতিল করা হবে।

অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আদালতকে একটি প্রাথমিক দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনা করতে হবে যে অভিযুক্ত অপরাধটি করেছে, অপরাধের প্রকৃতি ও গুরুত্ব এবং অভিযুক্তের যে কোনও উপায়ে বিচারের কার্যক্রমে বাধা দেওয়া বা ন্যায়বিচার এড়ানোর সম্ভাবনা। জামিনে মুক্তি পাওয়ার বিধানটি বিচারের প্রশাসনে জনস্বার্থ এবং মামলার রায় না হওয়া পর্যন্ত ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সুরক্ষার মধ্যে যথাযথ ভারসাম্য বজায় রাখে। তবে, জামিন মঞ্জুর আইনের সীমার মধ্যে এবং এই আদালত কর্তৃক নির্ধারিত শর্তাবলী মেনে করতে হবে।

এই কারণেই একটি আদালতকে অবশ্যই এমন অনেকগুলি বিষয়ের ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে যা কেস-বাই-কেস ভিত্তিতে জামিন মঞ্জুর করার জন্য বিবেচনার ক্ষমতার প্রয়োগকে পরিচালিত করে।

এই নির্ধারণের মধ্যে অন্তর্নিহিত হল, রেকর্ডের বিশ্লেষণে, অভিযুক্ত যে অপরাধটি করেছে তা বিশ্বাস করার জন্য কোনও প্রাথমিক বা যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে কিনা। চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসার জন্য রেকর্ডের প্রমাণগুলি বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা করা আদালতের পক্ষে এই পর্যায়ে প্রাসঙ্গিক নয়। "

প্রতিবাদী অভিযুক্ত সঞ্জয় চন্দ্র বনাম সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (২০১২) ১ এস. সি. সি ৪০ এবং সিদ্ধরাম সাতলিঙ্গপ্পা মেত্রা বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য ও অন্যান্য (২০১১) ১ এস. সি. সি ৬৯৪-এ রিপোর্ট করা এই আদালতের রায়ের উপর নির্ভর করে, যেখানে এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে জামিনের আবেদন বিবেচনা করার সময় অভিযোগের গুরুত্ব পরীক্ষা বা ফ্যাক্টর নয়।

এ ২০। সঞ্জয় চন্দ্র (উপরে) মামলায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে বিশাল মাত্রার অর্থনৈতিক অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছিল যা দেশের অর্থনীতিকে বিপন্ন করতে পারে। এই আদালত রায় দিয়েছেঃ

"২ জামিনের আবেদনে, সাধারণত, এটি প্রাথমিক সময় থেকে নির্ধারিত করা হয়েছে যে জামিনের উদ্দেশ্য হল

যুক্তিসঙ্গতভাবে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচারে উপস্থিতি

জামিনের পরিমাণ। জামিনের উদ্দেশ্য শাস্তিমূলক বা প্রতিরোধমূলক নয়। স্বাধীনতার বঞ্চনা অবশ্যই একটি শাস্তি হিসাবে বিবেচনা করা উচিত, যদি না এটি নিশ্চিত করার প্রয়োজন হয় যে কোনও অভিযুক্ত ব্যক্তি যখন আহ্বান করা হয় তখন তার বিচার দাঁড়াবে, আদালত এই নীতির প্রতি মৌখিক সম্মানের চেয়ে বেশি ঋণী যে শাস্তি

c দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পরে শুরু হয় এবং প্রতিটি পুরুষকে বলে মনে করা হয়।

যথাযথভাবে বিচার না হওয়া পর্যন্ত এবং যথাযথভাবে দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ।

২২, প্রাচীনকাল থেকেই এটি প্রশংসিত হয়েছিল যে বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত হেফাজতে আটক রাখা একটি বড় কষ্টের কারণ হতে পারে। সময়ে সময়ে, প্রয়োজনীয়তা দাবি করে যে কিছু

দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিদের বিচারের জন্য হেফাজতে রাখা উচিত

বিচারে তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য কিন্তু এই ধরনের ক্ষেত্রে, "প্রয়োজনীয়তা" হল কার্যকরী পরীক্ষা। এই দেশে, সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত হবে যে কোনও ব্যক্তিকে যে কোনও বিষয়ে শাস্তি দেওয়া উচিত, যার উপর তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়নি বা যে

E যে কোনও পরিস্থিতিতে, তাকে তার স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা উচিত

শুধুমাত্র এই বিশ্বাসের উপর যে তিনি সবচেয়ে অসাধারণ পরিস্থিতিতে ছাড়া, যদি স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেওয়া হয় তবে তিনি সাক্ষীদের সাথে হস্তক্ষেপ করবেন।

২৩। প্রতিরোধের প্রশ্নটি জামিন প্রত্যাখ্যানের উদ্দেশ্য হওয়া ছাড়াও, এই সত্যটি অবশ্যই ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে কোনও

দোষী সাব্যস্ত হওয়ার আগে কারাবাসের যথেষ্ট শাস্তিমূলক

বিষয়বস্তু এবং কোনও আদালতের পক্ষে অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করা হোক বা না হোক, পূর্ববর্তী আচরণের অননুমোদিত চিহ্ন হিসাবে জামিন প্রত্যাখ্যান করা বা ১০ জন দোষী ব্যক্তিকে কারাবাসের স্বাদ দেওয়ার উদ্দেশ্যে জামিন প্রত্যাখ্যান করা অনুপযুক্ত হবে। ২৪। তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে, আমরা ইতিমধ্যে লক্ষ্য করেছি যে আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে "অভিযোগের আঙুলের আঙুল" হল "অভিযোগের গুরুত্ব"। অভিযুক্ত অপরাধগুলি হল অর্থনৈতিক অপরাধ যার ফলে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের ক্ষতি হয়েছে। যদিও, তারা যুক্তি দেখায় যে এইচ আপিলকারীরা সাক্ষীদের সাথে কারচুপি করার সম্ভাবনা রয়েছে, তারা তা রাখেনি

'দ্য স্টেট অফ কেরালা বনাম মহেশ [ইন্দিরা ব্যানার্জি, বিচারপতি)

অভিযোগের সমর্থনে যে কোনও উপাদান। আমাদের দৃষ্টিতে, অভিযোগের গুরুত্ব নিঃসন্দেহে জামিনের আবেদন বিবেচনা করার সময় প্রাসঙ্গিক বিবেচনার মধ্যে একটি, তবে এটিই একমাত্র পরীক্ষা বা ফ্যাক্টর নয়ঃ অন্য যে বিষয়টিও লক্ষ্য করা প্রয়োজন তা হল বিচার ও দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পরে দণ্ডবিধি এবং দুর্নীতি দমন আইন উভয়ের অধীনে যে শাস্তি আরোপ করা যেতে পারে। অন্যথায়, যদি প্রথমটিই একমাত্র পরীক্ষা হয়, তবে আমরা সাংবিধানিক অধিকারের ভারসাম্য বজায় রাখতাম না বরং "ন্যায়বিচারের মাপকাঠি পুনর্বিবেচনা" করতাম।

২৫.The ফৌজদারি দণ্ডবিধির বিধানগুলি ফৌজদারি আদালতগুলিকে বিচারের মুলতুবি থাকা বা দোষী সাব্যস্ত হওয়ার বিরুদ্ধে আপিলের ক্ষেত্রে জামিন মঞ্জুর করার জন্য বিবেচনামূলক এখতিয়ার প্রদান করে; যেহেতু এখতিয়ারটি বিবেচনামূলক, তাই কোনও ব্যক্তির স্বাধীনতার মূল্যবান অধিকার এবং সাধারণভাবে সমাজের স্বার্থের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে এটি অত্যন্ত যত্ন ও সতর্কতার সাথে প্রয়োগ করতে হবে।

২১। ধারা ৪৩৮-এর অধীনে আগাম জামিন মঞ্জুর করার বিবেচনার প্রসঙ্গে প্রদত্ত সিদ্ধারাম সাতলিঙ্গপ্পা মেত্রা (উপরে)-তে, আদালত সামাজিক স্বার্থের সাথে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ভারসাম্য বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তার পক্ষে সওয়াল করে। এই আদালত হেল

"৮৪। একজন ব্যক্তির কাছে স্বাধীনতা যেমন মূল্যবান, তেমনি শান্তি, আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার ক্ষেত্রে সমাজের আগ্রহও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

২২. জামিন মঞ্জুর বা প্রত্যাখ্যানের জন্য কোনও সোজা জ্যাকেট সূত্র নেই। অভিযুক্ত আসামীর পক্ষে উদ্ধৃত সঞ্জয় চন্দ্র (উপরে)-তে বর্ণিত জামিনের আবেদনগুলি বিবেচনা করার সময় অভিযোগের গুরুত্ব নিঃসন্দেহে প্রাসঙ্গিক বিবেচনার মধ্যে একটি।

অপরাধের গুরুত্ব, অভিযুক্ত অপরাধে জামিনের জন্য আবেদনকারীর জড়িত থাকার প্রমাণ ও উপাদান, অভিযুক্ত অপরাধে জামিনের জন্য আবেদনকারীর জড়িত থাকার পরিমাণ, অভিযুক্ত আসামীর পলাতক বা অন্যথায় বিচারের পথে পরাজিত বা বিলম্বের সম্ভাবনা, সাক্ষীদের হুমকি দেওয়া বা প্রভাবিত হওয়ার যুক্তিসঙ্গত আশঙ্কা বা প্রমাণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণ এবং ভুক্তভোগী (যদি জীবিত), অভিযোগকারী, তাদের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব বা অন্যান্য সাক্ষীদের সুরক্ষার জন্য বিপদ সহ জামিনের আবেদন বিবেচনা করে আদালতকে সমস্ত প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি বিবেচনা করতে হবে।

২৩। অবশেষে অভিযুক্ত আসামীর আইনজীবী যুক্তি দেখান যে, এই আদালত সাধারণত আপিলের জন্য বিশেষ ছুটির আবেদন গ্রহণ করে না।

জামিন বা আগাম জামিন মঞ্জুর বা প্রত্যাখ্যান বা বাতিল করার আদেশের বিরুদ্ধে। এই মামলার তদন্ত শেষ হয়েছে এবং ১ * * জানুয়ারী ২০২১-এ চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে

২৪. জগদীশ এবং অন্যান্য বনাম হরেন্দ্রজিৎ সিং (১৯৮৫) ৪ এস. সি. সি. ৫০৮-এ প্রতিবাদী অভিযুক্তের পক্ষে উদ্ধৃত করে, এই আদালত রায় দিয়েছে যে, এই আদালত সাধারণত, ১৩৬ অনুচ্ছেদের অধীনে তার বিবেচনার প্রয়োগ করে, জামিন বা আগাম জামিন মঞ্জুর বা প্রত্যাখ্যান বা বাতিল করার আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করার জন্য বিশেষ অনুমতি আবেদন গ্রহণ করে না। প্রস্তাবের সাথে কোনও বিরোধ থাকতে পারে না। এই আদালত সাধারণত সংবিধানের ১৩৬ অনুচ্ছেদের অধীনে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করে জামিন মঞ্জুর বা প্রত্যাখ্যান করার আদেশে হস্তক্ষেপ করে না। তবে, জামিন মঞ্জুর এবং/বা প্রত্যাখ্যান করার আদেশের সাথে হস্তক্ষেপ না করার অনুশীলনটি অগ্রহণযোগ্য নয়।

মনের প্রয়োগ ছাড়াই এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলিকে উপেক্ষা করে জামিন মঞ্জুর বা প্রত্যাখ্যান করার আদেশকে দাঁড়ানোর অনুমতি দেওয়া যাবে না।

২৫। কৌঁসুলি যুক্তি দিয়েছিলেন যে প্রায় তিন মাস আগে ২০২০ সালের ২১শে ডিসেম্বর উত্তরদাতা অভিযুক্তকে জামিন দেওয়া হয়েছিল, তবে 'ন্যায়বিচারের প্রশাসনে কোনওভাবেই হস্তক্ষেপ করেনি।' কারণ উত্তরদাতা অভিযুক্ত ন্যায়বিচার এড়াতে বা ন্যায়বিচারের যথাযথ পথ এড়ানোর চেষ্টা করেনি। বিদ্বান কৌঁসুলি যুক্তি দিয়েছিলেন যে উত্তরদাতা অভিযুক্ত ৭৫ দিনের জন্য বিচার বিভাগীয় হেফাজতে ছিলেন। তদন্ত শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং উত্তরদাতা অভিযুক্তকে অব্যাহত আটক রাখার আর প্রয়োজন ছিল না।

২৬. পি. চিদাম্বরমের মামলায় এই আদালতের রায়ের উপর নির্ভর করে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট ২০২০ (১৩) এস. সি. সি ৭৯১-এ রিপোর্ট করেছে, কৌঁসুলি জমা দিয়েছেন যে এই আদালত বারবার এই প্রস্তাবটি তুলে ধরেছে যে জামিন হল নিয়ম এবং জেল ব্যতিক্রম।

২৭. দোলাট রাম এবং অন্যরা বনাম হরিয়ানা রাজ্য (১৯৯৫) ১ এস. সি. সি ৩৪৯-এ রিপোর্ট করা এই আদালতের রায় উদ্ধৃত করে, এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে অভিযুক্ত অভিযুক্তকে জামিন মঞ্জুর করা হয়েছে, ২১ * ডিসেম্বর ২০২০ তারিখের বিতর্কিত আদেশ দ্বারা, এই আদালত তাকে তার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা উচিত নয়, এমন কোনও তত্ত্বাবধায়ক পরিস্থিতি ছিল কিনা তা বিবেচনা না করে যা অভিযুক্ত অভিযুক্তের জামিনের স্বাধীনতাকে ন্যায্য বিচারের জন্য অযৌক্তিক করে তুলেছিল।

২৮. দোলাট রাম (উপরে) মামলায় এই আদালত রায় দিয়েছেঃ-

"৪. প্রাথমিক পর্যায়ে জামিন অযোগ্য মামলায় জামিন প্রত্যাখ্যান

এবং এইভাবে মঞ্জুরকৃত জামিন বাতিল করার বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে

এবং বিভিন্ন ভিত্তিতে মোকাবিলা করা হয়েছে। খুব দৃঢ় এবং

একটি অর্ডারের জন্য অপ্রতিরোধ্য পরিস্থিতি প্রয়োজন

'দ্য স্টেট অফ কেরালা বনাম মহেশ [ইন্দিরা ব্যানার্জি, বিচারপতি)

ইতিমধ্যে মঞ্জুর হওয়া জামিন বাতিলের নির্দেশ দেওয়া। সাধারণভাবে বলতে গেলে, জামিন বাতিলের কারণগুলি, বিস্তৃতভাবে (দৃষ্টান্তমূলক এবং সম্পূর্ণ নয়) হ 'লঃ হস্তক্ষেপ বা ন্যায়বিচারের প্রশাসনের যথাযথ পথে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা বা ফাঁকি দেওয়া বা ন্যায়বিচারের যথাযথ প্রক্রিয়া এড়ানোর চেষ্টা বা যে কোনও উপায়ে অভিযুক্তকে দেওয়া ছাড়ের অপব্যবহার। অভিযুক্তের পলাতক হওয়ার সম্ভাবনার রেকর্ডে রাখা উপাদানের ভিত্তিতে আদালতের সন্তুষ্টি জামিন বাতিলের যৌক্তিকতার আরেকটি কারণ।

যাইহোক, একবার মঞ্জুর হওয়া জামিন যান্ত্রিক পদ্ধতিতে বাতিল করা উচিত নয় বিবেচনা না করে যে কোনও তত্ত্বাবধায়ক পরিস্থিতি বিচারের সময় জামিনের ছাড় উপভোগ করে অভিযুক্তকে তার স্বাধীনতা বজায় রাখার অনুমতি দেওয়ার জন্য একটি সুষ্ঠু বিচারের পক্ষে আর অনুকূল নয় কিনা।

২৯. এই আপিলে অভিযুক্ত আসামীকে জামিন মঞ্জুর করার ক্ষেত্রে হাইকোর্টের বিতর্কিত আদেশের সঠিকতা প্রশ্নবিদ্ধ। জামিনের আদেশের সঠিকতা বিচার করার জন্য আপিলের এখতিয়ার প্রয়োগ জামিন বাতিলের নীতি দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। এই আদালত যেমন রায় দিয়েছে, ডঃ ডি. ওয়াই. চন্দ্রচূড় জে-এর মাধ্যমে মহীপাল বনাম রাজেশ কুমার (উপরে):-"

(নীরু যাদব মামলা [নীরু যাদব বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য, (২০১৪) ১৬ এস. সি. সি ৫০৮: (২০১৫) ৩ এস. সি. সি (সি. আর. আই) ৫২৭, এস. সি. সি পৃ. ৫১৩, অনুচ্ছেদ ১২)

১২.....

.....

দ্বিতীয় প্রকৃতির কোনও মামলা পরিচালনা করার সময়, আদালত অভিযুক্তদের দ্বারা শর্ত লঙ্ঘন বা পরবর্তীকালে ঘটে যাওয়া তত্ত্বাবধায়ক পরিস্থিতির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে না। অন্যদিকে, এটি আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের ন্যায্যতা এবং দৃঢ়তা নিয়ে আলোচনা করে।

১৭. যেখানে জামিনের আবেদন বিবেচনা করা কোনও আদালত প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়, সেখানে আপিল আদালত জামিন মঞ্জুরের আদেশকে ন্যায়সঙ্গতভাবে বাতিল করে দিতে পারে। সুতরাং একটি আপিল আদালতকে বিবেচনা করতে হবে যে জামিন মঞ্জুর করার আদেশটি মনের প্রয়োগ না করার কারণে ভুগছে নাকি রেকর্ডে থাকা প্রমাণের প্রাথমিক দৃষ্টিকোণ থেকে বহন করা হয় না। অতএব, প্রমাণমূলক রেকর্ডের ভিত্তিতে, অভিযুক্ত অপরাধ করেছে বলে বিশ্বাস করার জন্য একটি প্রাথমিক বা যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি বিদ্যমান ছিল কিনা তা মূল্যায়ন করা এই আদালতের পক্ষে প্রয়োজনীয়, অপরাধের গুরুত্ব এবং শাস্তির তীব্রতা বিবেচনা করে।

৩০. অভিযুক্ত আসামীর পক্ষে উপস্থিত আইনজীবী, প্রভাকর তিওয়ারি বনাম ইউ. পি. রাজ্য এবং আনরের উদ্ধৃতি দিয়েছেন (২০২০) ১১ এস. সি. সি ৬৪৮-এ যেখানে এই আদালত, অনিরুদ্ধ বোসের মাধ্যমে বক্তব্য রেখে জামিন মঞ্জুরের আদেশ বাতিল করার জন্য আপিল হস্তক্ষেপের সুযোগ নিয়ে আলোচনা করেছে। প্রভাকর তিওয়ারি (উপরে)-তে, এই আদালত রায় দিয়েছেঃ-

"৬. মহিপাল বনাম রাজেশ কুমার, (২০২০) ২ এস. সি. সি ১১৮ মামলায়, এই আদালতের একটি সমন্বিত বেঞ্চ এর পরিধি নিয়ে আলোচনা করেছে।

'দ্য স্টেট অফ কেরালা বনাম মহেশ ।ইন্দিরা ব্যানার্জি, বিচারপতি)

'জামিন মঞ্জুর'-এর আদেশ বাতিল করার ক্ষেত্রে আপিল আদালতের এখতিয়ার। এই ধরনের আদেশে হস্তক্ষেপ করার জন্য দুটি মূল কারণ হল জামিন মঞ্জুরকারী আদালতের পক্ষ থেকে মনের প্রয়োগ না করা বা জামিন মঞ্জুর করার ক্ষেত্রে আদালতের মতামত রেকর্ডের প্রমাণের প্রাথমিক দৃষ্টিকোণ থেকে বহন করা হয় না। মহম্মদ আমির রাশাদি বনাম ইউ. পি. রাজ্য (২০১২) ২ এস. সি. সি ৩৮২-এ, এই আদালতের দুই বিচারপতির বেঞ্চ একটি আদেশে হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকার করে ।রাম কান্ত যাদব বনাম ইউ. পি রাজ্য, ২০১০ এস. সি. সি অনলাইন অল ৩৩৮৮। যে মামলার প্রকৃত বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে অভিযুক্তকে জামিন মঞ্জুর করে হাইকোর্ট।

৩১। হাইকোর্ট পি চিদাম্বরমের (উপরে) ১৩ নং এস. সি. সি ৭৯১-এর রায়ের উপরও নির্ভর করেছে, যা বিবাদী অভিযুক্তের পক্ষ থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। উদ্ধৃত রায়ে বর্ণিত আইনের প্রস্তাব নিয়ে কোনও দ্বন্দ্ব হতে পারে না। তিন বিচারপতির বেঞ্চের পক্ষে কথা বলতে গিয়ে এ. এস. বোপান্না, বিচারপতি বলেনঃ-

২৩. এইভাবে, এই আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চের রায় সহ উভয় পক্ষের উদ্ধৃত রায়গুলির ক্রমবর্ধমান পর্যালোচনা থেকে, এটি অনুমান করা যেতে পারে যে জামিন সম্পর্কিত মৌলিক আইনশাস্ত্র একই থাকে কারণ জামিন মঞ্জুর নিয়ম এবং প্রত্যাখ্যান ব্যতিক্রম যাতে অভিযুক্তের সুষ্ঠু বিচার নিশ্চিত করার সুযোগ থাকে। তবে, একই বিবেচনা করার সময় অপরাধের গুরুত্ব এমন একটি দিক যা আদালতকে বিবেচনায় রাখতে হবে। প্রতিটি মামলায় উদ্ভূত তথ্য এবং পরিস্থিতি থেকে উক্ত উদ্দেশ্যের গুরুত্ব সংগ্রহ করতে হবে।

আর্থিক অনিয়মের ক্ষেত্রে সমাজের ওপর যে প্রভাব পড়বে, তা বিবেচনা করে বলা হয়েছে যে, এমনকি অর্থনৈতিক অপরাধও "গুরুতর অপরাধ"-এর আওতায় পড়বে এবং এই ধরনের পরিস্থিতিতে জামিনের আবেদন বিবেচনা করার সময় আদালতকে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রকৃতির প্রতি সংবেদনশীল হয়ে একই বিষয় বিবেচনা করতে হবে। অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনা করার জন্য অন্যতম একটি পরিস্থিতি হল অভিযুক্ত যে অপরাধ করেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে তার জন্য নির্ধারিত শাস্তির মেয়াদও।

অপরাধের গুরুত্বের ক্ষেত্রে এই ধরনের বিবেচনা এমন একটি বিষয় যা ট্রিপল টেস্ট বা ট্রাইপড টেস্টের পাশাপাশি সাধারণত প্রয়োগ করা হয়। সেই ক্ষেত্রে যা দৃষ্টিভঙ্গিতে রাখা উচিত তা হল অভিযোগটি গুরুতর অর্থনৈতিক অপরাধ হলেও,

এটি কোনও নিয়ম নয় যে প্রতিটি ক্ষেত্রে জামিন অস্বীকার করা উচিত কারণ আইনসভা কর্তৃক গৃহীত প্রাসঙ্গিক আইনে এ জাতীয় কোনও বাধা তৈরি করা হয়নি এবং জামিনের আইনশাস্ত্রও তা সরবরাহ করে না।

অতএব, আন্ডারলাইনিং উপসংহারটি হল যে অভিযোগের প্রকৃতি এবং গুরুত্ব নির্বিশেষে, কেবল অন্য মামলার নজির জামিন মঞ্জুর বা প্রত্যাখ্যানের ভিত্তি হবে না যদিও এর নীতিগত প্রভাব থাকতে পারে। তবে শেষ পর্যন্ত বিবেচনাটি কেস-টু-কেস ভিত্তিতে এর সাথে জড়িত তথ্যের ভিত্তিতে এবং বিচারের জন্য অভিযুক্তের উপস্থিতি নিশ্চিত করার ভিত্তিতে হতে হবে।

৩২. পি. চিদাম্বরমের (উপরোক্ত) মামলায়, এই আদালত হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল মঞ্জুর করে এবং এই আদালত কর্তৃক উল্লিখিত মামলার তথ্য ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে জামিনের জন্য আপিলকারীর আবেদন মঞ্জুর করে, যা এখানে উদ্ধৃত করা হয়েছেঃ

২৮. অতএব, এই পর্যায়ে আবেদনকারীর জামিনের আবেদন বিবেচনা করার সময় এখানে যা লক্ষ্য করা যায় তা হল, এমন এক পর্যায়ে যখন আবেদনকারী অন্তর্বর্তীকালীন সুরক্ষা/আগাম জামিনের জন্য একটি আবেদনে এই আদালতে ছিলেন, এই আদালত ২০১৯ সালের ১৩৪০ নং ফৌজদারি আপিলের বিষয়টি বিবেচনা করার সময় এই বিষয়ে রায় দিয়েছিল যে বর্তমান প্রকৃতির একটি বিষয়ে যেখানে গুরুতর অর্থনৈতিক অপরাধের অভিযোগ রয়েছে, সেখানে হেফাজতে জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন হবে এবং সেই পরিস্থিতিতে আগাম জামিন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে, আবেদনকারীকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে এবং জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে এবং উক্ত উদ্দেশ্যে আবেদনকারীকে ১৬-১ থেকে হেফাজতে রাখা হয়েছিল।

তবে, উত্তরদাতার পক্ষ থেকে যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে সাক্ষীদের মুখোমুখি হতে হবে এবং সেই উদ্দেশ্যে হেফাজত প্রয়োজন।

২৯। যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, আবেদনকারীকে ই. সি. আই. আর-এ অভিযুক্তদের মধ্যে একজন হিসাবে নাম দেওয়া হয়নি, তবে সহ-অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার সময় এটি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে সেই সময়ে অর্থমন্ত্রী ছিলেন এমন আবেদনকারী অবৈধ লেনদেনে সহায়তা করেছেন কারণ সহ-অভিযুক্তদের মধ্যে একজন আবেদনকারীর ছেলে। এই প্রসঙ্গে, রেকর্ডের বিবৃতি এবং সংগৃহীত উপকরণগুলি নোট করা হলেও, আপিলকারীর জটিলতা বিচারে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং দোষী সাব্যস্ত হলে আবেদনকারীকে সাজা ভোগ করতে হবে।

'দ্য স্টেট অফ কেরালা বনাম মহেশ [ইন্দিরা ব্যানার্জি, বিচারপতি)

উপস্থিত, যেমনটি লক্ষ্য করা গেছে, আগাম জামিন আগে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল এবং আপিলকারী ৪৫ দিনেরও বেশি সময় ধরে হেফাজতে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য উপলব্ধ ছিলেন। হেফাজতে জিজ্ঞাসাবাদের পাশাপাশি যদি আরও তদন্ত করা হয় ১০, আপিলকারী উত্তরদাতার প্রয়োজনীয় তদন্তে অংশ নিতে বাধ্য থাকবেন।

এই মামলায়, হাইকোর্টের বিতর্কিত আদেশটি ত্রুটিপূর্ণ, কারণ উচ্চ আদালত অভিযুক্ত অপরাধের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করে, পর্যবেক্ষণ করে যে ঘটনাটি জঘন্য ছিল, কিন্তু ২০২০ সালের ৬ শতাংশ অক্টোবর (অর্থাৎ প্রায় ৭৫ দিন) থেকে হেফাজতে থাকার অভিপ্রায়ের ভিত্তিতে অভিযুক্ত আসামীকে জামিন দিতে অগ্রসর হয়, এমনকি রেকর্ডের উপকরণগুলিও বিবেচনা না করে যা প্রাথমিকভাবে যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি তৈরি করে বিশ্বাস করে যে অভিযুক্ত আসামী এই জঘন্য অপরাধ করেছে। সেই পর্যায়ে, এমনকি চার্জশিটও দাখিল করা হয়নি।

দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে শাস্তির তীব্রতা বা ঘটনার পর অভিযুক্তরা যে পলাতক ছিল সে বিষয়ে হাইকোর্ট তার মন প্রয়োগ করেনি।

৩৪, আবেদনকারীর পক্ষ থেকে যেমন যুক্তি দেওয়া হয়েছে, হস্তক্ষেপের জন্য আবেদনকারীর দ্বারা সমর্থিত, ভুক্তভোগীর অসহায় পিতা-মাতা হওয়ায়, হাইকোর্ট তার আদেশে দায়রা আদালত কর্তৃক জামিনের জন্য অভিযুক্ত আসামীর আবেদন প্রত্যাখ্যান করার বিস্তৃত কারণগুলি বিবেচনা বা আলোচনা করেনি। হাইকোর্টের বিতর্কিত আদেশ দায়রা আদালতের যুক্তিতে কোনও ত্রুটির বিজ্ঞাপন দেয় না। অথবা দায়রা আদালত কর্তৃক গৃহীত মতামতের থেকে হাইকোর্ট কেন আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছিল তার কারণ সম্পর্কে কোনও আলোচনা নেই-দায়রা আদালতের আদেশের ১০/১২ দিনের মধ্যে কোনও তত্ত্বাবধানমূলক পরিস্থিতি ছিল কিনা, যা একটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন ছিল।

৩৫. হাইকোর্ট, আমাদের মতে, স্পষ্টভাবে ভুল করেছে যে, অভিযুক্ত আসামী সাক্ষীদের প্রভাবিত করবে এই প্রসিকিউশনের আশঙ্কাকে প্রশমিত করা যায়নি, উত্তরদাতা অভিযুক্তকে ওলুর পুলিশ স্টেশনের এখতিয়ারে প্রবেশ না করার নির্দেশ দিয়ে। হাইকোর্ট এই সত্যটিকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করেছিল যে মৃত ভুক্তভোগী ইমাকুলামে থাকতেন। তার বাবা-মা এবং তার পাঁচ বছরের মেয়ে এর্নাকুলামে থাকেন, অন্য কথায়, একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী হলেন ইমাকুলামের বাসিন্দা। প্রসিকিউশন সাক্ষীদের বেশিরভাগই ত্রিশূর থেকে এসেছিলেন। মনে করার কোনও কারণ ছিল না যে সাক্ষীরা তাদের চলাচলকে ওলুর পুলিশ স্টেশনের এখতিয়ারের সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবে।

৩৬। বিতর্কিত আদেশ থেকে আরও প্রতীয়মান হয় যে, উত্তরদাতা অভিযুক্তকে জামিন দেওয়ার সময়, হাইকোর্ট এই বিষয়টি লক্ষ্য করে যে আরও দুই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। হাইকোর্ট এই সত্যটিকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে যে এই দুই অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম এফআইআরে উল্লেখ করা হয়নি। তাদের বিরুদ্ধে তদন্তের পরে অভিযুক্ত অভিযুক্তকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য ২১২ ধারার অধীনে অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল, যা আইপিসির ৩০২ ধারার অধীনে হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত উত্তরদাতা অভিযুক্তের বিপরীতে সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডনীয়, যা ন্যূনতম যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে আবদ্ধ।

৩৭। কোনও সন্দেহ নেই যে কোভিড-১৯ মহামারীর প্রাদুর্ভাব এবং এর বিস্তার গুরুতর জনসাধারণের উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভাইরাসটি অত্যন্ত সংক্রামক হওয়ায়, যতটা সম্ভব সংক্রমণের বিস্তার রোধ করার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। ২০২০ সালের সুও মোটু রিট পিটিশন (সিভিল) নং ১-এ পুনরায়ঃ কারাগারে কোভিড-১৯ ভাইরাসের সংক্রমণ, এই আদালত জনাকীর্ণ সংশোধনাগারে বন্দীদের মধ্যে কোভিড-১৯ ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং সেই অনুযায়ী সময়ে সময়ে নির্দেশ জারি করেছে, এই আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী কর্তৃপক্ষকে এই আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে, যাতে সংশোধনাগারে বন্দীদের মধ্যে কোভিড ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি হ্রাস করা যায়।

এই আদালত আরও নির্দেশ দিয়েছে যে, জেলগুলিতে অতিরিক্ত ভিড় রোধ করতে, মহামারী চলাকালীন অন্তর্বর্তীকালীন জামিন বা প্যারোলে থাকা কিছু বন্দীকে মুক্তি দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করবে।

৩৮. মনে হয় যে হাইকোর্ট সময়ে সময়ে এই আদালতের জারি করা নির্দেশের উদ্দেশ্য, পরিধি এবং পরিধি সম্পূর্ণরূপে ভুলভাবে মূল্যায়ন করেছেঃ কারাগারে কোভিড-১৯ ভাইরাসের সংক্রমণ। এই আদালত সমস্ত বিচারাধীন বন্দীদের মুক্তির নির্দেশ দেয়নি, অপরাধের তীব্রতা নির্বিশেষে। ভারতের অ্যাটর্নি জেনারেল, শ্রী ভেনুগোপাল, এই আদালত কর্তৃক নিযুক্ত অ্যামিকাস কিউরি, শ্রী দুষ্যন্ত দাভে এবং অন্যান্য শিক্ষিত কৌঁসুলি, রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যাতে নির্ধারণ করা যায় যে কোন শ্রেণীর বন্দীদের প্যারোল বা অন্তর্বর্তীকালীন জামিনে মুক্তি দেওয়া যেতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ, তাঁর আদালত রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে সাত বছর বা তার কম নির্ধারিত শাস্তির সাথে ছোটখাটো অপরাধে দোষী সাব্যস্ত বন্দীদের মুক্তি বিবেচনা করার নির্দেশ দিয়েছে। এই আদালতের আদেশকে কোনও নির্দেশ বা এমনকি পর্যবেক্ষণ হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয়, যাতে হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত বিচারাধীন বন্দীদের মুক্তি প্রয়োজন হয় এবং তাও তদন্ত শেষ হওয়ার আগেই।

'দ্য স্টেট অফ কেরালা বনাম মহেশ [ইন্দিরা ব্যানার্জি, বিচারপতি)

এবং চার্জশিট দাখিল করা হয়। এটি পুনর্ব্যক্ত করা হয়, একজন প্রত্যক্ষদর্শীর উপস্থিতিতে অভিযুক্ত অভিযুক্তের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ আনা হয়, এবং চার্জশিট দাখিল করার আগেই জামিন মঞ্জুর করার বিতর্কিত আদেশ দাখিল করা হয়। চার্জশিটটি ০১.০১.২০২১-এ দায়ের করা হয়েছে বলে মনে হয়। উপরন্তু ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত আসামী পলাতক ছিল।

৩৯. উপরে আলোচিত কারণগুলির জন্য আপিল অনুমোদিত এবং হাইকোর্টের বিতর্কিত আদেশ বাতিল করা হয়। অভিযুক্ত আসামীকে হেফাজতে নেওয়া হবে।

৪০। এই আদেশের একটি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট পুলিশ স্টেশনের পাশাপাশি বিচার বিভাগীয় প্রধান বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠাতে হবে।

৪১। মুলতুবি থাকা আবেদন (গুলি), যদি থাকে, নিষ্পত্তি হয

বিকা গুজরালের আপিল অনুমোদিত।

৯৮S

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায়বো ঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Sukanta Sen